টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ এর প্রেক্ষিতে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন, বিকাশ ও সুরক্ষা সেবাসমূহের প্রসারে আলোচনা অনুষ্ঠান

তারিখঃ ১০ অক্টোবর ২০১৯

স্থানঃ সভাকক্ষ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৯ আয়োজনের অংশ হিসেবে ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হল "টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ এর প্রেক্ষিতে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন, বিকাশ ও সুরক্ষা সেবাসমূহের প্রসার" শীর্ষক একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, সিনারগোস এবং বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব কামরুন নাহার। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সদ্য নিযুক্ত মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন

বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্কের সভাপতি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিচিতি পর্ব শেষে মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন সিনারগোসের ড্রাউনিং প্রিভেনশন পার্টারশীপ প্রজেক্ট লিড জনাব এশা হুসেন। উপস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন এর আলোকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মাঠ পর্যায়ে গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিশু বিকাশ ও সুরক্ষায় সমাজভিত্তিক সমন্বিত কেন্দ্র সম্প্রসারনের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হয়। গবেষনায় আরো জানা যায় যে, এই কেন্দ্রগুলো সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমুহের সম্মিলিত উদ্দোগ্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হলে তা টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ এর লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভুমিকা রাখবে।

উপস্থাপনা শেষে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. মনজুর আহমদ সকলকে তাঁদের বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার উপ-প্রধান জনাব এস এম শাকিল আখতার সরকারের বিবেচনাধীন "সমন্বিত সমাজভিত্তিক শিশুযত্ন কেন্দ্র এবং সাঁতার সুবিধা প্রকল্প" এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে এই আলোচনা অনুষ্ঠান প্রকল্পটিকে চূড়ান্ত করে অনুমোদনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ব্র্যাকের শিক্ষা পরিচালক ড. সফিকুল ইসলাম বলেন, শিশুর জীবনের প্রথম ১০০০ দিন এবং তার পরবর্তী ২ বছর শিশুর বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। তাই এই সময়ে শিশুর জন্য অত্যন্ত যত্নের সাথে এবং গুণগত মান নিশ্চিত করে সব ধরণের সেবা প্রদান করা জরুরী। তিনি ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার চেয়ে বিভিন্ন ধরণের খেলা বিশেষ করে শ্রেণীকক্ষের বাইরে আকর্ষণীয় খেলার ব্যবস্থা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। শিশুর বিকাশে মা-বাবা, ভাই-বোন ও কমিউনিটির ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। তিনি যথাযথ পরিকল্পনা ও গবেষণা নির্ভর কঠোর মনিটরিং এর মাধ্যমে এসকল রিসোর্স এবং আর্থিক সম্পদ ব্যবহার করে শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জোর দেন। এক্ষেত্রে তিনি সঠিক প্রযুক্তির সহায়তা নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

ইউনিসেফের প্রাক্তন শিক্ষা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তাফা বাংলাদেশ পাবলিক এক্সপেন্ডিচার রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে বলেন যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ হয় কিন্তু এর সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবহারের অভাবে কাংখিত সুফল বয়ে আনতে

পারছে না। তাই তিনি রিসোর্স/সম্পদের সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিশুদের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবারকে শিশুর বিকাশ বিষয়ক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন কারণ শিশু কেন্দ্রে যতটুকু সময় অতিবাহিত করে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় থাকে পরিবারে অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের সাথে। পরিবারের সদস্য বলতে তিনি মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী ও অন্যান্য সদস্যদের কথা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন পরিবারকে শিশুর বিকাশ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা না গেলে আশাব্যঞ্জক সফলতা পাওয়া কঠিন হবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব ড. এম এহসানুর রহমান এশা হুসেইনের উপস্থানায় উল্লিখিত শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকসমূহ (Threat) মোকাবেলা করার জন্য সব সেক্টরকে সমন্বিতভাবে একসাথে কাজ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুর যত্ন ও সুরক্ষাসহ সব বিষয়ে সকলে সমন্বিতভাবে কাজ করলে প্রত্যাশিত শিশু বিকাশ নিশ্চিত করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি শিশুর সার্বক্ষণিক অর্থাৎ কেন্দ্রে, পরিবারে, কমিউনিটিতে, শিশুর খেলার সময় ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে সুপারভিশনের মাধ্যমে শিশুর যত্ন নিশ্চিত করার উপর জোর দেন। তাঁর মতে শিশু বিকাশ কেন্দ্রকে "শিশুর জগৎ" হিসেবে বিবেচনা করে শিশুর যত্ন ও সুরক্ষাসহ সব বিষয় নিশ্চিত করা গেলে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে দায়িত্বরত অতিরিক্ত সচিব জনাব আখতারুজ জামান খান কবির বলেন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় পিইডিপি-৪ প্রকল্পের আওতায় শিশুর শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশসহ অন্যান্য বিকাশের জন্য কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন পিইডিপি-৪ এর পরিকল্পিত কার্যক্রম পুনরায় পর্যালোচনা করার ও এর বাইরে শিশু বিকাশের অন্যান্য আরও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সংযুক্ত করার সুযোগ রয়েছে এবং তিনি সেটি করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেন যে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা মানসম্মত মনিটরিং এর উদ্যোগ নিয়েছেন তবে তিনি মনে করেন যে এটি এখনও যথেষ্ট নয় এবং এখানে আরও কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি শিশুর বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ সকল অংশীদারদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান তাঁদের বর্তমান কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন যে বর্তমানে সারাদেশে ৬৫,৬২৬টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে, পাশাপাশি ২০১২১ সাল থেকে ১ বছরের পরিবর্তে ২ বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ২০২১ সালের মধ্যে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের জন্য মিড-ডে মিল চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে শিশুর সারাদিনের পুষ্টি বা ক্যালোরির এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া আগামী অর্থবছর থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ শিশুর উপবৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অপরাজেয় বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু উল্লেখ করেন যে শিশুর বিকাশের বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশীরভাগ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি মনে করেন যে শিশুর প্রথম ১০০০ দিনের গুরুত্ব বিবেচনা করে এটি নিয়ে সবাইকে কাজ করা বাধ্যতামূলক করলে সবাই এটি নিয়ে কাজ করবে। তাঁর মতে কমিউনিটি নির্ভর এপ্রোচ গ্রহণ করতে উদবুদ্ধ করা দরকার এত যাদের যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতার অভাব রয়েছে তারাও অবদান রাখতে পারবে। গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য অর্থ, সমন্বয় ও মানদণ্ড এই তিনটি বিষয়কে একসাথে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের প্লাটফর্ম তৈরি করা দরকার যেখানে সরকার, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ও অন্তর্জাতিক সংস্থা সবাই মিলে কাজ করবে, অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে। সারাদেশে ডে-কেয়ার সার্ভিসের ব্যাপক চাহিদার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে প্রত্যেক পাড়া/মহল্লা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত

করে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করতে হবে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে তাদের মাধ্যমে এসকল ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে তিনি অভিভাবক সভাগুলোতে মায়ের সাথে সাথে বাবার উপস্থিতি নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন কারন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতে বাবারা এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন। তিনি কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক এপ্রোচের চেয়ে অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ বিবেচনা করার তাগিদ দেন।

সেভ দ্যা চিলড্রেনের "শিশুদের জন্য" কর্মসূচির পরিচালক জনাব হোসনেআরা খন্দকার জানান যে তাঁরা লাইফ সাইকেল এপ্রোচে শিশুদের জন্য একটি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন যেখানে গর্ভকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয় এবং এটি তাঁরা সরকারের কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে করছেন। গর্ভ থেকে তিন বছর এবং দেশে প্রচলিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়স (৫-৬ বছর) এর মধ্যে ফাঁক রয়েছে (৪-৫ বছর) অর্থাৎ এই এক বছরকে প্রাক-প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে কি ধরণের সুফল পাওয়া যাবে তা নিয়ে তাঁরা আমেরিকান ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে তিন বছর ধরে একটি গবেষণা করছেন যা শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের গুরুত্ব বিশেষ করে এটি যে শিশুর জীবনে একটি ভিত তৈরি করে দেয় তা নিয়ে সামগ্রিকভাবে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। শিশুর বিকাশের জন্য ইতিবাচক পরিবেশের নিশ্চিত করার জন্য মা-বাবা, যত্নকারী, শিক্ষক, কমিউনিটি এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করা দরকার। সমন্বিত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. মনজুর আহমদ এখানে ভারতের আইসিডিএস প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন যে সরকারের অর্থায়নে ভারতে শিশুদের জন্য সবচেয়ে বৃহৎ প্রকল্প যার আওতায় প্রায় ৪ কোটি শিশু সমন্বিত সেবা পাচ্ছে এবং প্রায় ৮০ লাখ মা ও নতুন মা এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে প্রারম্ভিক শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের আইসিডিএস থেকে অভিজ্ঞতা নেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে সমাজভিত্তিক শিশু বিকাশ ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না সে বিষয়ে সম্মানিত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মনে করেন যে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ অনস্বীকার্য একটি বিষয়। তাঁর মতে ডুবে যাওয়া, সাপে কাটার মত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং অযত্নের কারণে মৃত্যু - এসকল বিষয়ে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেই না, কিন্তু ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হ্রাস করতে হলে অযত্নে ও অবহেলায় মৃত্যু হ্রাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এবং এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন প্রতিটি গ্রামে "গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র" বা এধরনের যদি একটি করে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায় সেখানে শিশুর যত্ন ও বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের সেবা প্রদান করা যায়, মা-বাবার প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য জীবনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় এবং সেই সাথে যদি আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করা যায় তাহলে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি বলেন বর্তমান সরকার "আমার গ্রাম - আমার শহর" রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে অনেক দূর এগিয়েছে, তবে প্রতিটি গ্রামে শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা গেলে এই রুপকল্পের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের পথ ত্বরান্বিত হবে। তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে একটি গবেষণা করার পরামর্শ দেন। তিনি বর্তমানে চলমান কিছু শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ভারতের শিশুদের জন্য পরিচালিত আইসিডিএস প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য শিখতে ও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কাজ করতে আগ্রহী সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরের কয়েকজন কর্মকর্তাকে দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রয়োজনে আইসিডিএস প্রকল্প সম্পর্কিত বিদ্যমান রিপোর্ট ও ওয়েবসাইট থেকে তথ্য পর্যালোচনা করে দ্রুত একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদ দেন কারন তিনি মনে করেন গ্রাম পর্যায়ে শিশু যত্ন ও বিকাশ কেন্দ্র করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন করা যাবে না। তিনি কর্পোরেট সেক্টরের সিএসআর বিপুল পরিমাণ ফান্ডকে কীভাবে আরও কার্যকর উপায়ে ব্যবহার করা যায় এবং শিশু

বিকাশ ও সমাজের সামগ্রিক বিকাশ কার্যক্রমে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়নের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. মনজুর আহমদ এ পর্যায়ে প্রধান অতিথির কাছে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। তিনি বলেন যে, অনুষ্ঠানের এই আলোচনা ও অন্যান্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অংশীদারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদল একসাথে একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তা তাঁর নিকট উপস্থাপন করে তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে এবং এর ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এ কে এম ফজলুর রহমান তাঁদের কর্মসূচির অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক শিশু বিকাশ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এর ফলে একদিকে পানিতে ডুবে যাওয়ার মত একটি হুমকি থেকে শিশুকে সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হবে এবং সেইসাথে শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে দেশের সকল শিশুকে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সেবার আওতায় আনার জন্য যত পরিমাণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন তা পরিচালনা করতে হলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও দায়িত্ব দিতে হবে এবং ব্যাক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগকেও উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। তিনি মনে করেন প্রস্তাবিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন গ্রহণ করা হলে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা ৩য় পর্যায় প্রকল্পের পরিচালক জনাব সুলতান আলম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রমগুলো তুলে ধরেন। তিনি জানান যে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি অনুযায়ী শিশুর বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার মধ্যে সরকারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, পুষ্টি চাল প্রদান ইত্যাদি। তবে তিনি মনে করেন যে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই ঘাটতি দূর করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে এই উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও সহায়তা নেয়ার প্রয়োজন হবে।

নেটজ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড জাস্টিস এর শিক্ষা বিষয়ক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মঞ্জুশ্রি মিত্র সরকারের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সরবরাহকৃত ও ব্যবহৃত শিখন উপকরণের গুনগত মানের ঘাটতির কথা উল্লেখ করে প্রকৃতি নির্ভর শিক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করার এবং সেই সাথে এ বিষয়ে মা-বাবা ও শিক্ষকদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টির পরামর্শ প্রদান করেন।

ব্রাক আইইডির প্রোগ্রাম হেড সৈয়দা সাজিয়া জামান সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের পাশাপাশি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুর জন্য খেলা নির্ভর কারিকুলাম, শিশুর আবেগিক ও মানসিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে সামলানোর ও যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ যত্নকারী বা শিক্ষক তৈরি করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের হেড অফ এড্যুকেশন প্রোগ্রাম মুরশিদ আকতার স্থানীয় সরকারকে শিশু বিকাশ কার্যক্রমে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে তাঁদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তাঁদের হোম বেইজড মডেলগুলো থেকে প্রাপ্ত সুফলের ভিত্তিতে কমিউনিটি সেই মডেল চালিয়ে যেতে আগ্রহী হয়। প্ল্যান ইন্ট্রারন্যাশনাল তাদের ফেইজ আউট করার পরে উপজেলা পরিষদ থেকে রিসোর্স ও মনিটরিং সহায়তা, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার থেকে কারিগরি সহায়তা এবং কমিউনিটির পরিচালনায় শিশু বিকাশের এই কেন্দ্রগুলো তিন বছর যাবত চলমান রয়েছে। তবে উপজেলা পরিষদ নীতিমালায় এধরণের রিসোর্স সহায়তা প্রদানের উল্লেখ থাকলে তারা আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে পারত। তিনি শিশুকে ৩ বছর বয়স থেকেই জেন্ডার আইডেন্টিটি সম্পর্কে ধারনা দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রেও তিনি স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে টেকসই কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

বিশ্ব ব্যাংকের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিনিধি ডাঃ ইফতেখার বলেন পুষ্টি কিংবা স্বাস্থ্য নিয়ে বাংলাদেশে যেসব ফোরাম আছে সেখানে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। তিনি মনে করেন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সব সেক্টরকে একসাথে কাজ করতে হবে, তাই শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ফোরামগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার এবং এই যোগসূত্র স্থাপন করার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন বলে।

বিশ্ব ব্যাংকের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিনিধি মোঃ নাইবুর রহমান বলেন ২ বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগের অংশ হিসেবে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে সেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার। বিদ্যমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষনেও কিছুটা ঘাটতি রয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রাক-প্রাথমিক একটি বড় সংখ্যক শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হবে – সব মিলিয়ে যদি এই সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য “প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান” বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে যদি বিদ্যমান প্রশিক্ষণ

মডিউলটিকে পরিমার্জন করা যায় এবং সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যায় তবে এই শিক্ষকবৃন্দ ছোট শিশুদের বিকাশে এবং তাদের সঠিক মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. মনজুর আহমদ সকলকে প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাঁদের মুল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকলকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের যে ধারনা তা অচিরেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তিনি বেসরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এই পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পরবর্তীতে এটি নিয়ে একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব কামরুন নাহার শিশুর যত্ন ও বিকাশের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের অংশগ্রহণে এ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনিও মনে করেন যে প্রতিটি গ্রামে একটি করে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে সব ধরণের সেবা নিশ্চিত করা করা গেলে সরকারের "আমার গ্রাম-আমার শহর" অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। তিনি

মনে করেন শিশু যত্নকারী হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরী এবং সেইসাথে শিশুর যত্ন ও বিকাশ বিষয়ে মায়েদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। বিদ্যমান কিশোর-কিশোরী ক্লাবে বিশেষ করে কিশোরীদের শিশুর যত্ন ও বিকাশ বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে তিনি জানান। যত্নকারীদের জন্য একটি মডিউল শীঘ্রই তৈরি করা হবে বলে তিনি জানান। নারী ও শিশুদের উন্নয়নে যে বাল্যবিবাহসহ যে সকল বাধাগুলো রয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য একটি বিশাল ক্যাম্পেইন দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে তাঁর মন্ত্রণালয়ে যতগুলো প্রকল্প ও কর্মসূচি রয়েছে তার সবগুলোর মধ্য দিয়েই গণসচেতনতা তৈরির কাজ করে যাচ্ছেন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে শিশু বিকাশ কেন্দ্র করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। গ্রামের মেয়েদের নিজেদের উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে যে সকল সুবিধা থাকা দরকার তা এই সকল কেন্দ্রগুলোতে ব্যবস্থা রাখা যায় কিনা তা ভেবে দেখার তাগিদ দেন।